দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সার্কের কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশিত

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর অগ্রগতির প্রশ্নে হতাশা ব্যক্ত করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত রবিবার বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতি হচ্ছে না। অথচ আসিয়ান, নাফটা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা আগাইয়া গিয়াছে অনেক দূর। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের দোরগোড়ায় সার্কের সুফল পৌঁছাইয়া দিতে হইলে আমাদের মধ্যে আরও সংহতি সৃষ্টি করিতে হইবে। একই সঙ্গে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন সার্কের প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের কথা। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা সার্কের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়াই যাত্রা শুরু হয় এই আঞ্চলিক ফোরামটির। প্রতিষ্ঠার পর ২৪ বৎসর চলিয়া গেলেও সার্কের অর্জন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বিশ্বায়নের এই যুগে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক সংস্থাগুলি যখন পারস্পরিক সহযোগিতার দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত করিয়া লইয়াছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ ক্রমাগত প্রশস্ত করিয়া চলিয়াছে, যেখানে সার্ক চেতনা নিষ্প্রভ, সরকারী কর্মকর্তাদের সফর এবং কথামালায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। গতবৎসর আগুনে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সার্ক-এর পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় ৪১ দফা কর্মসূচি। সেই কর্মসূচির মধ্যে দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, জলবায়ুর পরিবর্তন, পানি ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের ওপর সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহাছাড়াও পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের নিমিত্ত নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রশ্নে সার্ক দেশসমূহের নেতারা খোলামেলা আলোচনা করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই ঘোষণার সামান্যই বাস্তবায়িত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত এইখানে উল্লেখ করা বাহুল্য যে, সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে সার্কভুক্ত দেশসমূহে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যেমন পরিবর্তন আসিয়াছে, তেমনই কোন কোন ক্ষেত্রে বদলাইয়া গিয়াছে পরিস্থিতিও। সার্কের সদস্য নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজতন্ত্রের অবসানের পাশাপাশি মাওবাদী সন্ত্রাসেরও অবসান ঘটিয়াছে। শ্রীলংকায় বিচ্ছিন্নবাদী সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ হইয়াছে। মালদ্বীপে জনগণের ভোটে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভুটানেও পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ এবং ভুটানে যেরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহাকে মৌলিক রাজনৈতিক রূপান্তর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতে গণতন্ত্র ছিলো এবং আছে। পাকিস্তান এবং সার্কের নূতন সদস্য আফগানিস্তান যোকাবিলা করিয়া চলিয়াছে বিরূপ পরিস্থিতি। সময়ের ব্যবধানে, বিশেষ করিয়া বিগত আড়াই দশকে সার্কভুক্ত দেশগুলির বেশিরভাগের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হইয়াছে ইহাও অনস্বীকার্য। কিন্তু, এই উন্নতি এবং পরিবর্তনের ধারায় সহযোগিতা সংস্থা সার্ক খুব একটা অবদান রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সার্ক অঞ্চলে ভারসাম্যপূর্ণ একটি বাণিজ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সাফটা হইলেও উহার কার্যকারিতা নাই। ফলে এতদিনেও দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের যে ভারসাম্যহীনতা, তাহা বিরাট। আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলম্বো ঘোষণায় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কার্যতঃ কোনো অগ্রগতি নাই। আরও অনেক আঞ্চলিক সমস্যা রহিয়াছে যেগুলির সমাধান হওয়া দরকার। সত্যিকথা বলিতে কি, গ্লোবালাইজেশনের যে স্পিরিট, তাহাকে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারি নাই। অথচ, দুই মেরু বিশ্বের অবসান ঘটিবার পর, বিশ্বায়নের যে বেগবান ধারাটির উদ্বোধন ঘটে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সংহতির দৃঢ়বন্ধন রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রসর। তাহারা অভিন্ন মুদ্রা প্রবর্তনে পর্যন্ত সক্ষম হইয়াছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ নিজেদের মধ্যকার বিরোধ-বিসম্বাদ কমাইয়া আনিয়াছে। কিউবার মত একটি রুদ্ধদ্বার দেশও বাড়াইয়া দিয়াছে সহযোগিতার হাত। আঞ্চলিক সংস্থাভুক্ত দেশগুলি নিজেদের সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ়মূল করিয়াছে।

অনুরূপভাবে সার্কেরও এতদঞ্চলের দেড়শত কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখার সুযোগ রহিয়াছে। এই জন্য প্রয়োজন জাতিসমূহের পারস্পরিক আস্থা এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ। সার্কভুক্ত দেশসমূহের সম্পদের সদ্ব্যবহার, পারস্পরিক বাণিজ্যের প্রসার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ যাহাতে ত্বরান্বিত করা যায়, তাহার জন্যও প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। মোটকথা, যে প্রত্যাশা নিয়া সার্ক ফোরাম যাত্রা শুরু করিয়াছিলো, তাহা পূরণ করার জন্য সার্কভুক্ত দেশসমূহের নেতাদের সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সার্ক চেতনার আলোকে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে হইবে।